অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
এর

উপ-আইন

ঠিকানা ঃ

গ্রাম/মহল্লাঃ বরুকা তালতলা
ডাকঘরঃ তালতলা বাজার-২২১৬,
উপজেলাঃ-ফুলবাড়ীয়া
জেলাঃ-ময়মনসিংহ।

নিবন্ধন নং ৬১.২০২২.২১১
তারিখ ৩১.০১.২০২২ খ্রিঃ

অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

এর

উপ-আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও সংশোধনী আইন- ২০০২ এবং সংশোধনী আইন ২০১৩ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছে। ইহা আমার দপ্তরে সমবায় আইন/০১ এর ১০ ধারাবলে আমার উপরে অর্পিত ক্ষমতা বলে নিবন্ধন করা হইল।
৩১/০১/২০২২
মোহাম্মদ রবিন ইসলাম
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ।
৩১.০১.২০২২

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ এই উপ-আইন অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর উপ-আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনে ঃ

(ক) "আইন" বলিতে সমবায় সমিতি আইন- ২০০১ ও সংশোধনী আইন- ২০০২ এবং সংশোধনী আইন ২০১৩ অনুসারে বুঝাইবে এবং "বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪" ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

(খ) "উপ-আইন" বলিতে এই সমিতির উপ আইন বুঝাইবে।

(গ) "নিবন্ধন" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঘ) "সমিতি" বলিতে অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ঃ -কে বুঝাইবে।

সমিতির নাম ও ঠিকানা

০৩। সমিতির নাম ঃ এই সমিতির নাম ঃ অগ্রগতি কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

০৪। সমিতির ঠিকানা ঃ (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবে ঃ

গ্রামঃ বরুকা তালতলা বাজার — ডাকঘর ঃ বরুকা বাজার -২২১৬,
উপজেলা ঃ ফুলবাড়ীয়া, — জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

০৫। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা ঃ ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলার ফুলবাড়ীয়া ও কুশমাইল ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

০৬। সমিতির কর্ম এলাকা ঃ ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলার ফুলবাড়ীয়া ও কুশমাইল ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

০৭। সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(ক) মূখ্য উদ্দেশ্য ঃ

(১) ফুলবাড়ীয়া উপজেলার কুশমাইল ও ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জড়িত সদস্যদের একত্রিত করে তাদের আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

(২) সমবায় ভিত্তিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচারের ব্যবস্থা করা।

(৩) সমিতির সদস্যদের কল্যাণে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক কিংবা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সহযোগিতা চাওয়া।

(৪) সমিতির সদস্যভূক্ত সদস্যদের ব্যবসায়িক আর্থিক সহযোগিতা করা।

(৫) সমিতির কর্ম এলাকায় স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন, ব্যবসায়িক সংগঠন ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

(৬) স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(৭) সমিতির ব্যবসায়ী সদস্যগণের মাঝে আত্ম সচেতনতা ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৮) সমবায় ভিত্তিতে মূলধন গঠন ও মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(৯) সদস্যগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিগঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

(১০) সমিতির সদস্যদের মাঝে উৎপাদনমুখী অর্থনীতি কর্মকান্ড করা এক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের সমন্বয়ে ছোট ছোট শিল্প কলকারখানা চালু করা।

(১১) সমিতির সদস্যদের আর্থ- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবসা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা।

(১২) সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ে ও উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন দিবস ও উৎসবের ব্যবস্থা করা।

(১৩) সমিতির সদস্যভূক্ত সদস্যের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(১৪) সমিতির মাধ্যমে আধুনিক উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ সরবরাহ ও ব্যবহারের বিষয় সভ্যগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

(১৫) সমিতির ব্যবসায়ী সদস্যদের মধ্যে গুনগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, বিপনন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(১৬) সমিতি সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করা।

(১৭) উৎপাদিত পণ্য কিংবা সরবরাহকৃত পণ্যের ভেজাল বিষয়ে সমিতির সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(১৮) সমিতির সদস্যেদের মাঝে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সহ যাবতীয় সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান ও তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

(১৯) দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইন পালনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

(২০) সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনাবলী পালনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

(২১) সরকারের পাশাপাশি সমিতির ব্যবসায়িক সদস্যগণের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করতে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

(২২) সমবায়ভিত্তিক শোষণহীন, বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার চালু করতে সচেষ্ট হওয়া।

০৮। সীলমোহর ঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

সমিতির সদস্যপদ

৯। সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা ঃ

(১) সমিতির শ্রেণী ও প্রকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেই ঃ

(ক) ১০০/- (একশত) টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) ১০০/- (একশত) টাকার অন্তত ০১ (এক) টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ ১০০/- (একশত) টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে ;

(গ) সদস্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে।

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)

১০। সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি: সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন, সদস্যের মৃত্যুর পর অথবা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ হারাইলে তাহার অনুপস্থিতে তাহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১। সদস্যপদের অবসান। নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

(ক) সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তরিত হইলে, বা

(খ) সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা

(গ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা

(ঘ) মৃত্যু ঘটিলে, বা

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে, বা

(চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

১২। সদস্যপদ প্রত্যাহার। কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সদস্য পদত্যাগীকে সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। সদস্যের শেয়ার আমানত কোন সদস্যের নিকট অথবা নতুন কোন সদস্য বরাবর হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৩। সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ।-

(১) কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়া উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাকে জরিমানা, পদচ্যুত বা সদস্যপদ রহিত করা যাইবে।

(২) বাতিলকৃত সদস্যের পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৪। সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা ঃ-

(ক) সদস্যের অধিকারঃ- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত কার্যক্রম হইবে।

(খ) সদস্যের দায়ঃ-সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবে।

(গ) প্রতিনিধি মনোনয়ন ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

ঘ) সমিতির সদস্যগণকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান সঞ্চয় আমানত বাবদ অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হবে।

ঙ) প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সমবায় বর্ষে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে।

চ) পর পর ০৩ (তিন) মাস কোন সদস্য সঞ্চয় আমানত জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বা সমবায় বর্ষের মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক ভাবে রহিত করা হইবে।

ছ) সদস্যপদ রহিত প্রত্যাহার করিতে হইলে সকল প্রকার বকেয়াসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হইবে।

জ) সকল প্রকার বকেয়াসহ জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা প্রদান করা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সদস্যকে জানাইয়া দিবে।

মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ আদায়

১৫। মূলধন সৃষ্টির উপায়। সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারেঃ

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতি, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ সদস্য ব্যতিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) সরকারি বা অন্যত্র হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হইতে।

১৬। অনুমোদিত শেয়ার মূলধন।-

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে ১০০/- (একশত) টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের (১/৫) অংশের বেশি শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।

{(ক) অনুচ্ছেদের অংক সাংগঠনিক সভা মোতাবেক ভিন্নরূপ হইতে পারে}

১৭। সদস্যদের ঋণ গ্রহণের সীমা। শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্যই কর্জ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না।

সাধারণ সভা

১৮। সাধারণ সভা। প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান যথারীত হইবে। বিশেষ কারণে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৯। সাধারণ সভা অনুষ্ঠান। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ড় এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা

২০। ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ (১) সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি -১ জন।

(২) সহ-সভাপতি -১ জন।

(৩) সম্পাদক-১ জন।

(৪) কোষাধ্যক্ষ -১ জন।

(৫) সদস্য ০২ জন।

সমিতির সাংগঠনিক সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য ও পদসমূহ নির্ধারিত হইবে।

(২) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ দিনের জন্য ১টি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

২১। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি। সমবায় আইনের ধারা ১৮(২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২২। উপ-আইন যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা।- ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেঃ-

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,

(২) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্যকে অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমাণা করা।

(৩) তহবিল উন্নীতকরণ,

(৪) তহবিল বিনিয়োগ,

(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোষ করা,

(ঘ) ঋণের আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা,

(ঙ) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা,

(চ) বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ কমিটি গঠন করা।

(ছ) হিসাবসংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

২৯। সভাপতি ও সহ সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য।

আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

৩০। সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।- (ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি ।

৩১। কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ।- সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

৩২। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অফিসার অপসারণ।- ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;

(খ) পদত্যাগ করেন;

(গ) মৃত্যুবরণ করেন;

৯। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।- সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোন মাসে আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

১০। সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি। সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া সংক্ষুব্ধ পক্ষ ডিসপুট দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

১১। সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধ। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিত ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

১২। সমিতি অবসায়ন।- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম অবসায়নে ন্যস্ত করা যাইবে।

৩২। সাধারণ।-

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

৩৩। <u>ব্যাংক হিসাব</u> ঃ

সমিতিটি নিবন্ধিত হওয়ার পর সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের সমন্বয়ে যে কোন তপছিল ভূক্ত ব্যাংকে সমিতির নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলতে পারবে। উক্ত হিসাবটি যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। এ ক্ষেত্রে সভাপতির স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক থাকতে হবে।

৩৪। আবেদনকারী গণের নাম ও স্বাক্ষর ঃ

ক্রমিক নং	আবেদনকারীর নাম	পিতা /স্বামী, মাতার নাম	জাতীয় পরিচয়পত্র নং	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১	মোঃ মামুন অর রশিদ	পিতাঃ মোঃআক্তার আলী মাতাঃ মোছাঃ মোকরেজা আক্তার	৬১১২০৫৯২৮৬৪৮৪	০১৭২৪৪০১১৩৭	
০২	মোছাঃ মর্জিনা খাতুন	স্বামী- মনিরুজ্জামান মাতা- মোছাঃ রাবিয়া খাতুন	৬১১২০৫৯২৮১৫৪৪	০১৯২৪১৬১২০৪	
০৩	মোঃ মনিরুজ্জামান	পিতা- মোঃ আব্দুল মালেক মাতা- মোছাঃ সুরজান বিবি	৬১১২০৫৯২৮১৫৪৫	০১৭৪৫৭৪৯৮১২	
০৪	মোসাঃ শাহনাজ আক্তার	স্বামী- মামুনুর রশিদ মাতা- মোসাঃ আমিনা খাতুন	৬১১২০৫৯২৮৭১০৫	০১৭৫৪১২৭২৫৮	
০৫	মোঃ কামাল হোসেন	পিতা- মোঃ আঃ মালেক মন্ডল মাতা-মোছাঃ সুরজান বিবি	৬১১২০৫৯২৮১৫৪২	০১৭৫৯৭৪৯৪৭৭	
০৬	মাহবুবুর রশিদ	পিতা- মোঃ আক্তার আলী মাতা-মোকরেজা খাতুন	৬১১২০৫৯১০৪২২৬	০১৩০২৪৩৯৭৩৬	
০৭	মোছাঃ নিলা আক্তার	স্বামী- মোঃ কামাল হোসেন মাতা- মাবিয়া খাতুন	৬১১২০৫৯২৮১৫৪৩	০১৯১৬৬৪১৫১৯	
০৮	মোঃ কামরুল হাসান	পিতা- মোঃ আঃ মালেক মন্ডল মাতা- মোছাঃ সুরজান বিবি	৫১০৭৭৬৫১৩২	০১৯১৯৯৭১৬৩৮	
০৯	মোছাঃ বিলকিস	পিতা- মৃত. আব্দুল কাদির মাতা- বানেছা বানু	২৮০৪৭১৬৮৮০	০১৯২৮৯৭১৬৩৮	
১০	মোঃ আক্তার আলী	পিতা- মৃত. শহর উদ্দিন মন্ডল মাতা- মৃত. আমেনা খাতুন	৬১১২০৫৯২৮৬৪৮৫	০১৩০৬৮৯২৯১০	
১১	মোছাঃ সাবরিন আফসানা ঈশিতা	পিতা- মামুন অর রশিদ মাতা- শাহনাজ বেগম	৮৭১৩১২০৪০৩	০১৩১৬১৪৬৮৩২	
১২	মোহাম্মদ শাহ্জান কবীর	পিতা- মোঃ আব্দুল হাই মাতা- মোছাম্মত হোসনে আরা বেগম	৬১১২০৫৯২৮১৫৫৮	০১৭১৬১৯৬৯৬৩	
১৩	শিরিনা আফরিন	পিতা- মোঃ রফিকুজ্জামান মাতা- জোবেদা খাতুন	৬১১২০৯৪৩৮৯০১৫	০১৭১৭০৭০৩১৩	
১৪	মোঃ আঃ মালেক মন্ডল	পিতা- মৃত. সবর আলী মন্ডল মাতা- মৃত সায়জান বিবি	৬১১২০৫৯২৮১৫৫০	০১৯২২৬৩৫৪৯৭	
১৫	মোছাঃ মাহমুদা আক্তার	পিতা- মোঃ লুৎফর রহমান মাতা- মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন	৬১১২০৫৯০০০৩৪৯	০১৯৫৫১৮৫৬৯১	
১৬	মোঃ মনিরুজ্জামান মনির	পিতা- মোঃ লুৎফর রহমান মাতা- মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন	৬১১২০৫৯০০০০০৪	০১৭৯৫৬২৩৭০৩	
১৭	রাবিয়া আক্তার	পিতা- আজিজুল হক মাতা- সাকিনা	২৮০২০৩৭৪৩৮	০১৯২৮৩০৩৭৮৩	
১৮	মোঃ আব্দুল মজিদ আকন্দ	পিতা- মৃত.আসকর আলী মাতা- ছফুরন নেছা	৬১০২১২২৭৫৪৯৫৬৫	০১৭২৯৬২৪৫০৮	
১৯	মোঃ লুৎফর রহমান	পিতা- মৃত. শামছুল হক মাতা- মোছাঃ খোদেজা খাতুন	৬১১২০৫৯২৮১৬৫৬	০১৯৬৩৩২৫২৭৬	
২০	মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন	স্বামী-মোঃ লুৎফর রহমান মাতা- মৃত উম্মে কুলছুম	৬১১২০৫৯২৮১৫৬২	০১৯৬৮৬১৩৩০০	

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত সদস্যগণ আমার উপস্থিতিতে তাহাদের স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। তাহারা কেহই এইরূপ অন্য কোন সমবায় সমিতির সদস্য নহেন। তাহাদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ (আঠার) বছরের কম নহে। তাহারা সকলেই উল্লেখিত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)
সংগঠক।

সত্যায়িত

মোহাম্মদ রবিন ইসলাম
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ।